বাংলাদেশের রক্ষিত বন এলাকা, ইকো-পার্ক এবং সাফারী পার্ক

এসমস্ত রক্ষিত বন এলাকাসমূহ ভ্রমণ করতে চাইলে প্রয়োজনীয় তথ্য আমি কোথায় পাবো ?

বন অধিদপ্তর রক্ষিত এলাকাসমূহ সম্পর্কে সাম্প্রতিক তথ্য সহজলভ্য করবার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। এ সম্পর্কিত আরো তথ্য পাওয়া যাবেঃ

- বন অধিদপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন
- সকল রক্ষিত এলাকা সম্পর্কে তথ্যের জন্য নিসর্গ কর্মসূচির ওয়েবসাইট এ যেতে পারেন (www.nishorgo.org)। পাঁচটি পরীক্ষামূলক রক্ষিত বন এলাকার স্থানীয় ইকো-ট্যুর গাইড সম্পর্কিত তথ্যও এ ওয়েবসাইটে দেয়া আছে।
- ভ্রমণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ "বাংলাদেশের রক্ষিত বন এলাকাঃ ভ্রমণ নির্দেশিকা" বইটি নিকটস্থ বইয়ের দোকান থেকে ক্রয় করতে পারেন
- আপনার পছন্দনীয় ট্যুর পরিচালনাকারীদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন

মুদ্রণ সৌজন্যেঃ

USAID

বাংলাদেশের রক্ষিত বন এলাকা

বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক এলাকাসমূহের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

নিসর্গ

বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের নিসর্গ কর্মসূচি

আমরা প্রকৃতিকে বাঁচাবো আগামী প্রজন্মের জন্য

নিসর্গ ঃ বাংলাদেশের রক্ষিত বন এলাকা ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

বন অধিদপ্তর
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

রক্ষিত এলাকা কি ?

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বনজ উপাদানের চাহিদা বৃদ্ধি এবং বসতি স্থাপন ও কৃষি বনায়নের জন্য বনভূমির রূপান্তরের কারনে গত কয়েক দশকে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বন বহুলাংশে বিনাশ হয়েছে। একটি দেশের জন্য প্রাকৃতিক বন অনেক উপকার বয়ে আনে। বন বায়ুমন্ডল থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস শুষে নেয়, অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর নিরাপদ আশ্রয় দেয়, পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রন করে এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে প্রকৃতির বিস্ময়কর সৃষ্টি অনুভবের সুযোগ দেয়।

প্রাকৃতিক বন ধ্বংসের মাত্রা হ্রাস করবার উদ্দেশ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন পদক্ষেপ অবশিষ্ট বনের প্রতিবেশ সংরক্ষণের জন্য রক্ষিত এলাকার যথোপযোগী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) (সংশোধিত) আইন, ১৯৭৪ এর অধীনে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান এবং গেম রিজার্ভকে রক্ষিত এলাকা বলা হয়। বর্তমানে দেশজুড়ে ১৯টি রক্ষিত এলাকা রয়েছে যার মোট আয়তন ২,৪৫,৮১৩ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১.৬%।

রক্ষিত এলাকাসমূহ কোথায় অবস্থিত ?

বন অধিদপ্তর দেশের মধ্যে চিহ্নিত চার ধরণের বায়ো-ইকোলজিক্যাল জোনের (ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও প্রায়-চিরহরিৎ বন, আদ্র পাতা ঝরা বন, ম্যানগ্রোভ বন এবং জলাভূমি আচ্ছন্ন বন) প্রতিটিতেই রক্ষিত এলাকা প্রতিষ্ঠা করেছে। বন অধিদপ্তর বন্যপ্রাণী আইনের অধীনে ঘোষিত রক্ষিত এলাকাসমূহের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ করে থাকে। এছাড়াও দেশের মধ্যে আরো কিছু প্রাকৃতিক এলাকা আই ইউ সি এন নির্ধারিত সংরক্ষণ ক্যাটাগরী অনুসারে রক্ষিত এলাকার মর্যাদাপ্রাপ্ত। এদের মধ্যে রামসার এলাকা হিসেবে টাঙ্গুয়ার হাওড় এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের অধীনে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসেবে ছয়টি এলাকা সংরক্ষিত।

অপর পৃষ্ঠায় বন অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনার অধীনে রক্ষিত এলাকাসমূহের অবস্থান-মানচিত্রে চিহ্নিত করা আছে।

রক্ষিত এলাকাসমূহে ভ্রমণার্থীদের জন্য কি কি সুবিধাদি আছে ?

বিভিন্ন রক্ষিত এলাকার মধ্যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের মান এবং ভ্রমণার্থীদের প্রাপ্ত সুবিধার পার্থক্য রয়েছে। সরকার পদ্ধতিগতভাবে অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের ইকো-পার্ক গুলোর সংরক্ষণ কার্যক্রমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করলেও বৃহদাকার রক্ষিত এলাকাসমূহে উচু মানের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে অনেক বেশী সময় এবং সম্পদের প্রয়োজন। ভ্রমণার্থীদের কোন এলাকায় ভ্রমণের আগে সে এলাকার দর্শণীয় বিষয়, প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধাসমূহ এবং তার গুনগত মান সম্পর্কে জেনে নেওয়া উত্তম।

রক্ষিত বন এলাকাসমূহের উন্নয়নে বন অধিদপ্তর কি কি উদ্যোগ গ্রহণ করছে ?

বন অধিদপ্তর দেশের ১৯টি রক্ষিত বন এলাকার প্রত্যেকটিতে উন্মুক্ত সংলাপ, স্থানীয় সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণ এবং কার্যকরী কৌশলগত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থাপনা প্রবর্তণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের সকল রক্ষিত বন এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা প্রবর্তণের জন্য বন অধিদপ্তর নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

দেশের সকল রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনার সার্বিক উন্নয়নের জন্য কর্মসূচির নাম "নিসর্গ"। বন অধিদপ্তর নিসর্গ কর্মসূচির আওতায় রক্ষিত বন এলাকাসমূহে নিম্নলিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে:

- সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল এবং নির্বাহী কমিটি গঠন করে বন অধিদপ্তরের সাথে ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মত বিনিময়ের ক্ষেত্র তৈরী করা
- প্রত্যেক রক্ষিত এলাকার জন্য অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করে স্থানীয় সুবিধাভোগীদেরকে সংরক্ষণ কার্যক্রম থেকে সুবিধা গ্রহণের অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করা
- স্থানীয়ভাবে পরিচালিত প্রকৃতি পর্যটন কার্যক্রমকে উজ্জীবিত করার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন বয়ে আনা
- ভ্রমণার্থী কেন্দ্র, পায়ে হাঁটা পথ, বিশ্রামাগারের মত প্রকৃতি-বান্ধব পর্যটনের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা
- পিকনিকের উদ্দেশ্যে আসা এবং নৈসর্গিক প্রকৃতির অভিজ্ঞতা অর্জন করতে আসা ভ্রমণার্থীদের আলাদা করা ও যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা
- সহ-ব্যবস্থাপনা কাউন্সিলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে পশ্চাৎপদ স্থানীয় সুবিধাভোগীদের ক্ষমতায়ন এবং কথা বলার সুযোগ প্রদান করা
- বনভূমির অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে বন পূণঃসৃষ্টিতে সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণসমূহের প্রয়োগ করা

২০০৩ সাল হতে পাঁচটি রক্ষিত এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনার এই নতুন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে, যা বর্তমানে বেশ ভালোভাবেই কাজ করছে। পরীক্ষামূলক কার্যক্রম থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে, দেশের সকল রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রচলিত কার্যক্রমে কোন নতুন রক্ষিত বন এলাকা কি সংযোজিত হয়েছে?

হ্যাঁ, বন অধিদপ্তর এখন রক্ষিত এলাকার তালিকায় নতুন নতুন বন এলাকা নিয়মিত সংযোজনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। ১৯৯৪ সালের বন নীতি অনুসারে এ সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে "২০১৫ সালের মধ্যে সংরক্ষিত বনের ১০ শতাংশ এলাকাকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে", যা এ ধরণের অতিরিক্ত ১৫৩,০০০ হেক্টর এলাকাকে সংযুক্ত করবে। সাম্প্রতিককালে প্রণীত নিসর্গ ভিশন ২০১০ কৌশল পত্রে রক্ষিত এলাকার পরিমান বৃদ্ধি করে দেশের মোট আয়তনের ৩ শতাংশে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। সম্প্রতি ফাঁসিয়াখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য এবং খাদিমনগর জাতীয় উদ্যান বাংলাদেশের রক্ষিত বন এলাকার তালিকায় সংযোজিত হয়েছে এবং আরো কিছু বন এলাকা প্রক্রিয়াধীণ আছে।